৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

বাংলা ভাষা

লেকচার: ০১

টপিক:
ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি, ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণ ও অক্ষর।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

SYLLABUS

বাংলা ভাষা

পূর্ণমান: ১৫

ভাষা:	মান বন্টন
প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস।	১৫

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০
প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১	১						১	১		১					
বানান ও বাক্যশুদ্ধি	২	১	১	২	২	১		২	১	১	২		৪	১	১	
পারিভাষিক শব্দ	১		১	২		১	১	১	২		১		১	১	১	১
সমার্থক বা প্রতিশব্দ	১	১	১			২	২	২	১	১	২		১	২	২	২
বিপরীতার্থক শব্দ	১			২		১	১	১	১		১		১			
ধ্বনি ও বর্ণ	৩		২	১	২			২	২	২	১					১
ধ্বনি পরিবর্তন		১	১		১						১					
শব্দ ও আধুনিক বাংলা বানের নিয়ম	২	২	২	৩	১	২		২	১	১				২	১	
পদ	২						১			১	১					
বাক্য		১	২	১	১			১		১	১		১	১		

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০
প্রকৃতি ও প্রত্যয়	১			১	১	২		১		২	১					১
সন্ধি		১					১	১		২	১				১	১
সমাস		১	১	১	১		১	১	২	১	১			১	১	১
ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি	১		১				১						১	১		
ব্যাকরণের পরিচয় ও বাংলা ব্যাকরণ	১				২				১							
ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান										১						
লিঙ্গ											১					
বচন																
পদাশ্রিত নির্দেশক																
উপসর্গ					১		২		১					১		১

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০
ধাতু		১	১													
ক্রিয়ার কাল							১									
কারক ও বিভক্তি						২	১									
বাচ্য					১											
উক্তি					১											
ছন্দ ও অলঙ্কার		১							১						১	১
যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার													১			
বাগ্‌ধারা		১	১			২			১				১	১		
প্রবাদ-প্রবচন				১			১									
এককথায় প্রকাশ		৩	১	১	১	৩										

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

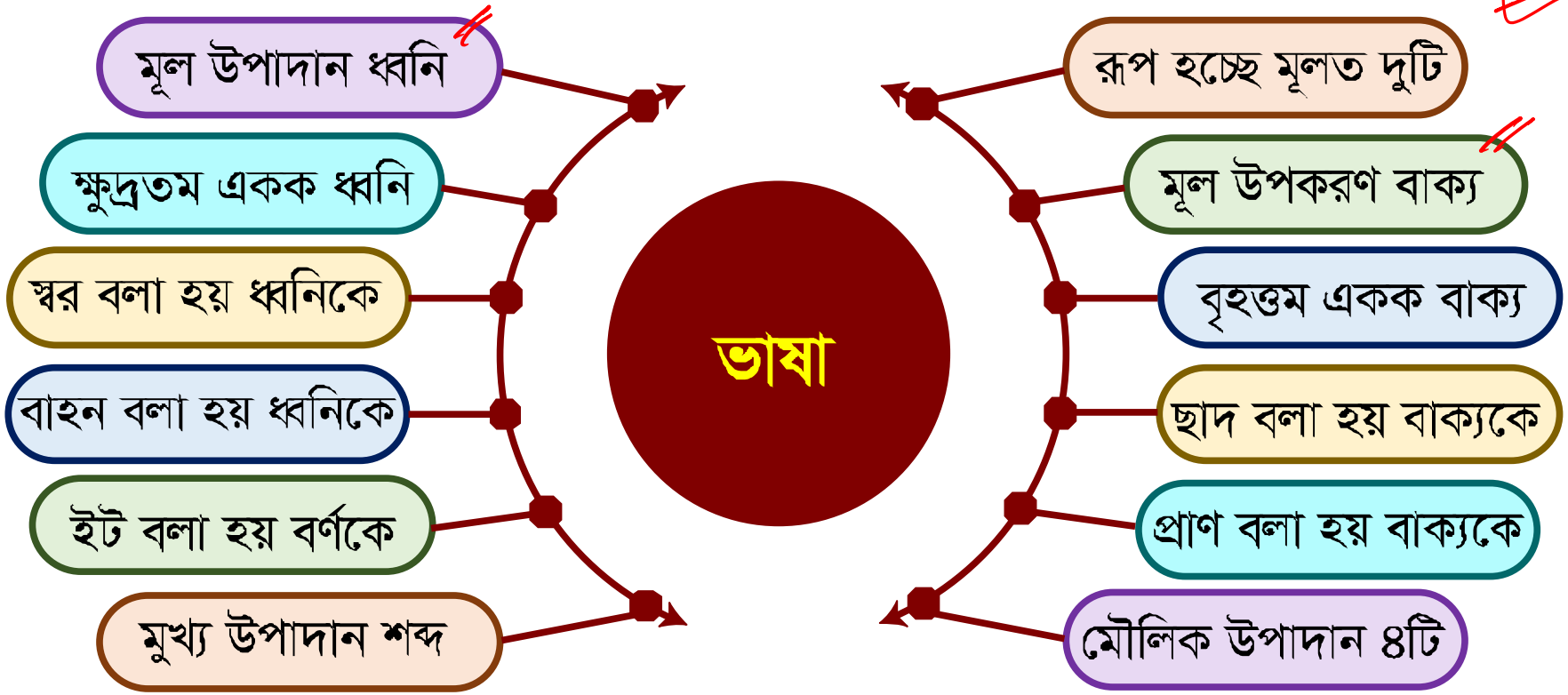

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

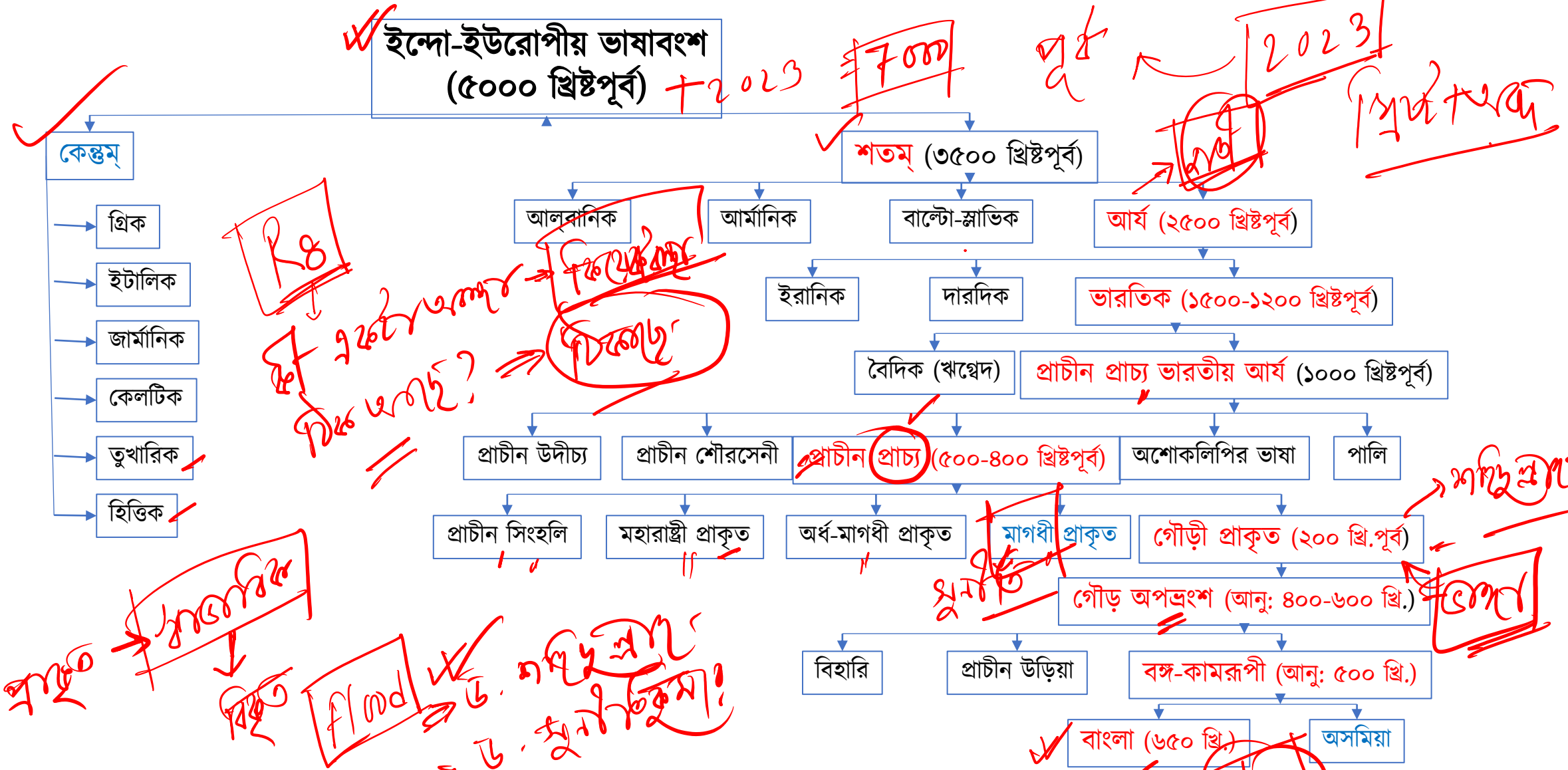

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

- বাংলা ভাষা এসেছে - ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা গোষ্ঠী/বংশ থেকে।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর শতম শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
- বাংলা ভাষা এসেছে মাগধী প্রাকৃত (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জর্জ আব্রাহাম গিয়ারসন এর মতে)/গৌড়ী প্রাকৃত (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে) থেকে।
- বাংলা ভাষার জন্ম – বঙ্গ কামরূপী ভাষা থেকে।
- বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে ২টি ভাষা। (১) বাংলা ভাষা ও (২) অসমিয়া/ আসামি ভাষা।
  এ কারণে অসমিয়া বা আসামি ভাষাকে বাংলা ভাষার ভগ্নি-সম্পর্কীয় ভাষা বলা হয়।
- সাধু ভাষা প্রথম ব্যবহার করেন - রাজা রামমোহন রায়।
- চলিত ভাষার প্রবর্তক - প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা ভাষার জন্ম ৬৫০ মতান্তরে ৯৫০ সালে (সপ্তম বা দশম শতকে)।
- জাতীয় সংসদে ১৯৮৭ সালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইন পাশ করে।

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

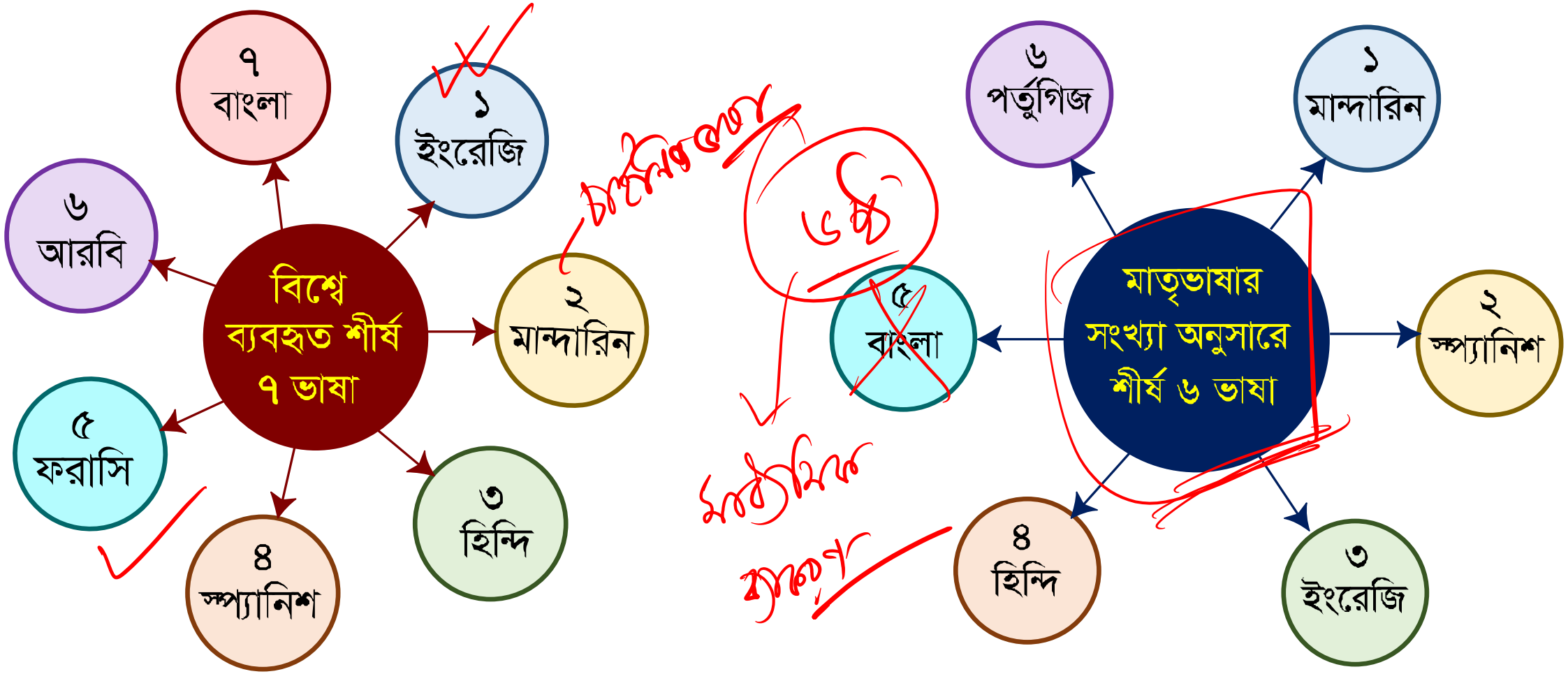

POLL QUESTION-01

➲ ভাষার মূল উপকরণ কী?

(a) শব্দ

(b) ধ্বনি

(c) বাক্য

(d) বর্ণ

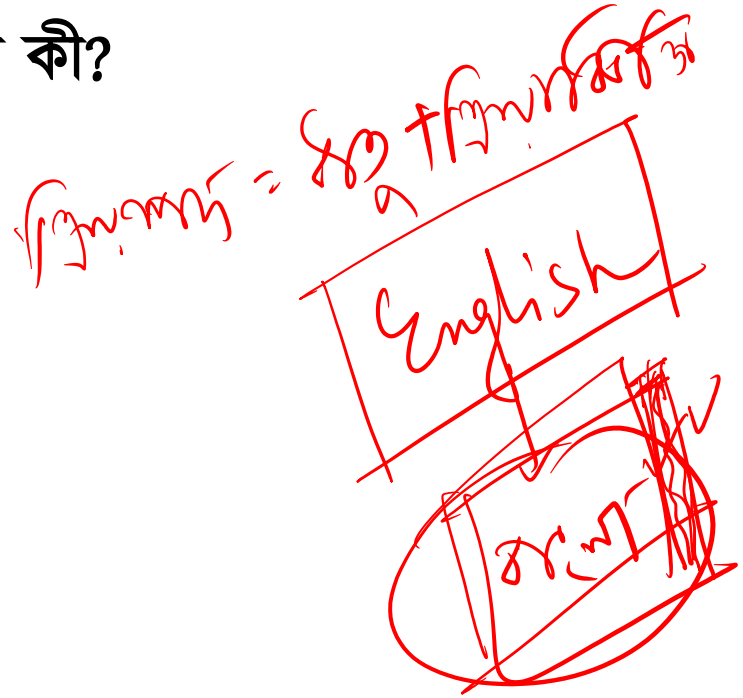

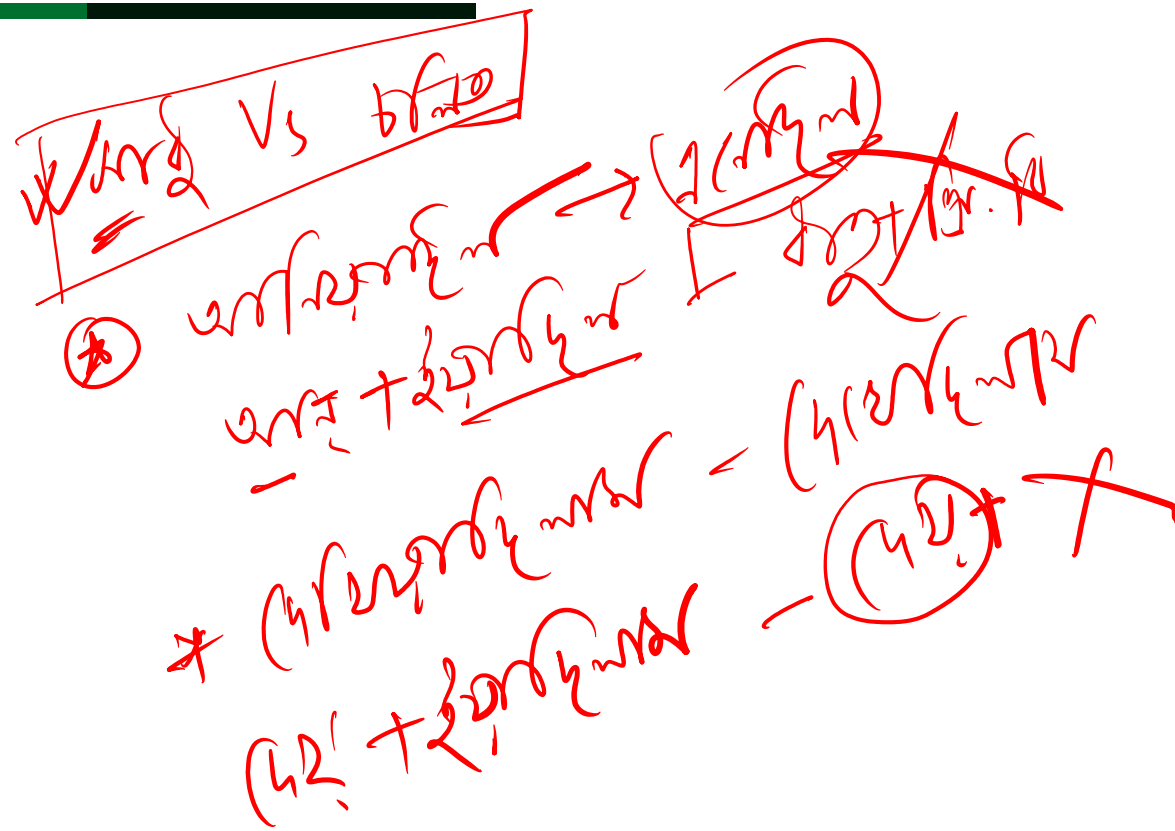

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

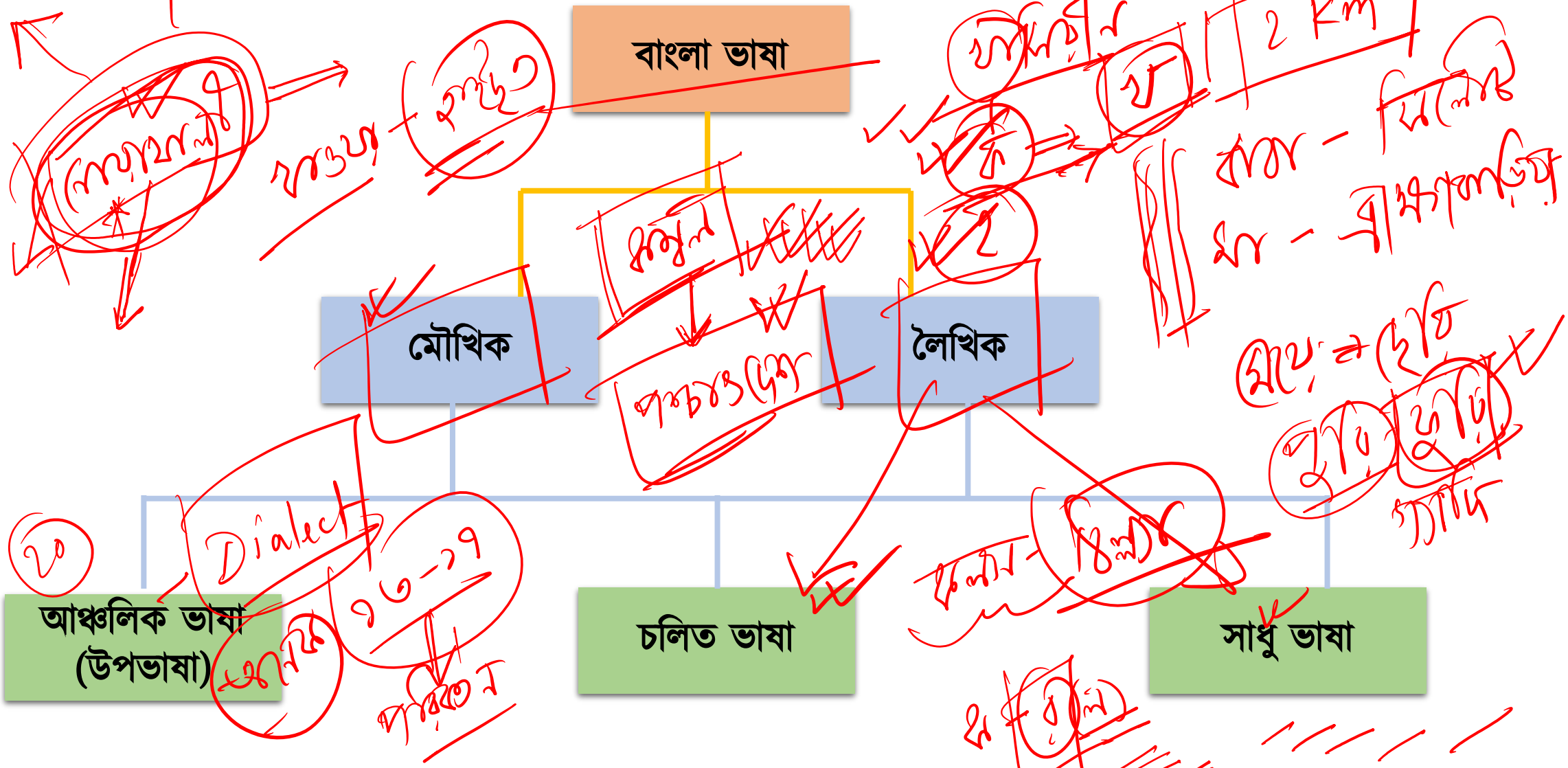

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

আঞ্চলিক ভাষা: আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা (Dialect) বলতে বোঝানো হয় দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাকে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- নোয়াখালী, বরিশাল, দিনাজপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
বাংলা লেখ্য রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।	এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।	সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে।

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

⇨ সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে। যেমন-

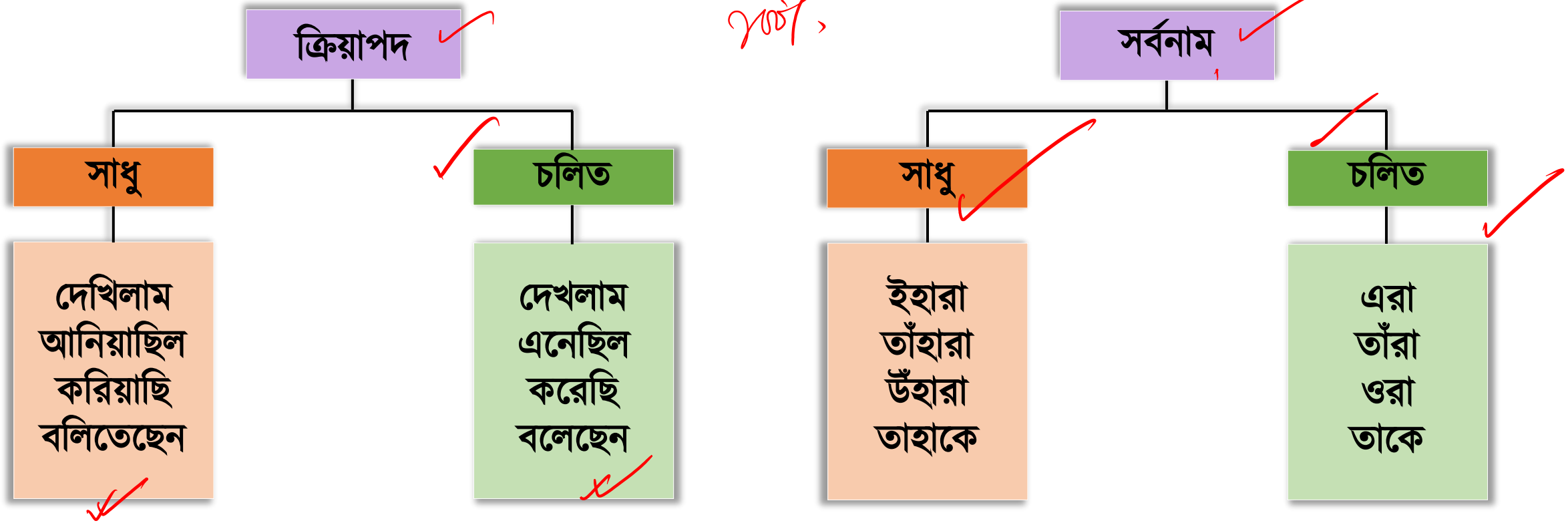

⇨ অন্যান্য পদেও অল্প বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সর্বনাম ও ক্রিয়ায় প্রায় শতভাগ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	চন্দ্র	চাঁদ
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাহার	তার
ক্রিয়া	খাইতেছিলাম	খাচ্ছিলাম
অব্যয়	হইতে	হতে

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

❑ ভাষারীতির রূপান্তর

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
অন্ন	ভাত	মৎস্য	মাছ
দ্বাররক্ষক	দারোয়ান	কপোত	পায়রা
কপোল, গণ্ড	গাল	বাটী	বাড়ি
পক্ষী	পাখি	রাত্রি	রাত
চন্দ্র	চাঁদ	ব্যাঘ্র	বাঘ
চক্র	চাকা	কর্ণ	কান
অপচয়	ক্ষতি	অভিরাম	সুন্দর

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তরুণী	যুবতী	মনুষ্য	মানুষ
গতকল্য	গতকাল	কার্য	কাজ
ভিতর	ভেতর	পিছনে, পশ্চাতে	পেছনে
সর্বোৎকৃষ্ট	সবচেয়ে ভালো	বাতায়ন	জানালা
বক্র, বঙ্কিম	বাঁকা	কণ্টক	কাঁটা
অভিপ্রায়, অভিলাষ	ইচ্ছা	প্রত্যয়	বিশ্বাস
শয্যা	বিছানা	দর্পণ	আয়না
বংশী	বাঁশি	মধুকর	মৌমাছি
বক্ষ	বুক	প্রস্তর	পাথর

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
রূপা	রুপো	ধূলি	ধুলো
পূজা	পুজো	উনান	উনুন
দেশি	দিশি	বিলাতি	বিলিতি
জালিয়া	জেলে	মাঠুয়া	মেঠো
হিসাব	হিসেব	উঠান	উঠোন
ফলাহার	ফলার	তুলা	তুলো
পাথরিয়া	পাথুরে	পাহাড়িয়া	পাহাড়ে

বাংলা লিপির উৎপত্তি

- ভারতীয় লিপি
  - ব্রাহ্মী লিপি
    - সারদা লিপি (পশ্চিমা লিপি)
    - নাগর লিপি (মধ্যভারতীয় লিপি)
    - কুটিল লিপি (পূর্বী লিপি)
      - বাংলা লিপি
  - খরোষ্ঠী লিপি

বাংলা লিপির উৎপত্তি

বাংলা ভাষার লিপি:

- বাংলা লিপি এসেছে ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে।
- সম্রাট অশোক তাঁর অধিকাংশ কর্ম ব্রাহ্মী লিপিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
- বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় সেন আমলে, প্রসার ঘটে পাল আমলে ও বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান যুগে।
- ব্রাহ্মী লিপি বাম দিক থেকে লেখা হয়।
- খরোষ্ঠী লিপি ডানদিক থেকে লেখা হয়।
- ব্রাহ্মী লিপির ৩টি রূপ – ১. সারদা, ২. নাগর, ৩. কুটিল।
- ব্রাহ্মী লিপিতে যুক্তবর্ণ নাই।
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা করেন চার্লস উইলকিন্স। আর আধুনিক রূপ দেন পঞ্চানন কর্মকার।
- বাংলা লিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় – ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে। তবে উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা (গোয়ায়) স্থাপিত হয় – ১৪৯৮ সালে।

POLL QUESTION-02

➲ **সাধু ভাষা প্রথম ব্যবহার করেন?**

(a) ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(b) লুইপা

(c) আর্যঋষিগণ

(d) রাজা রামমোহন রায়

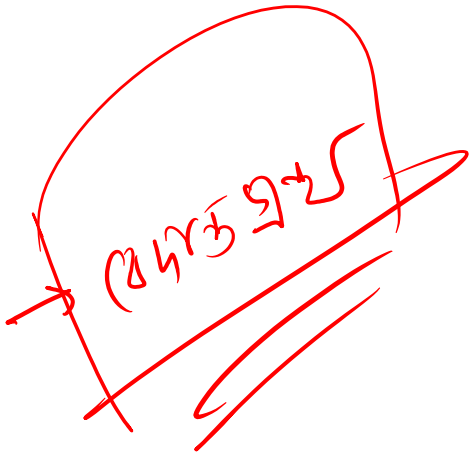

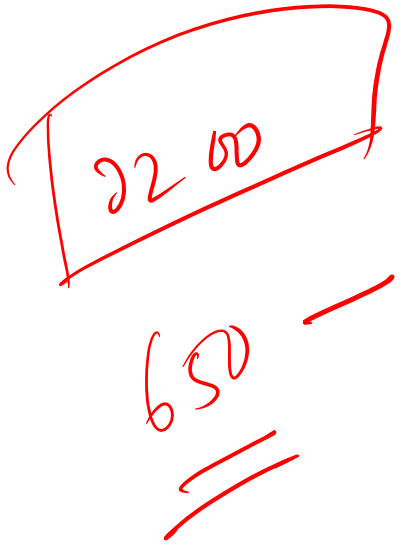

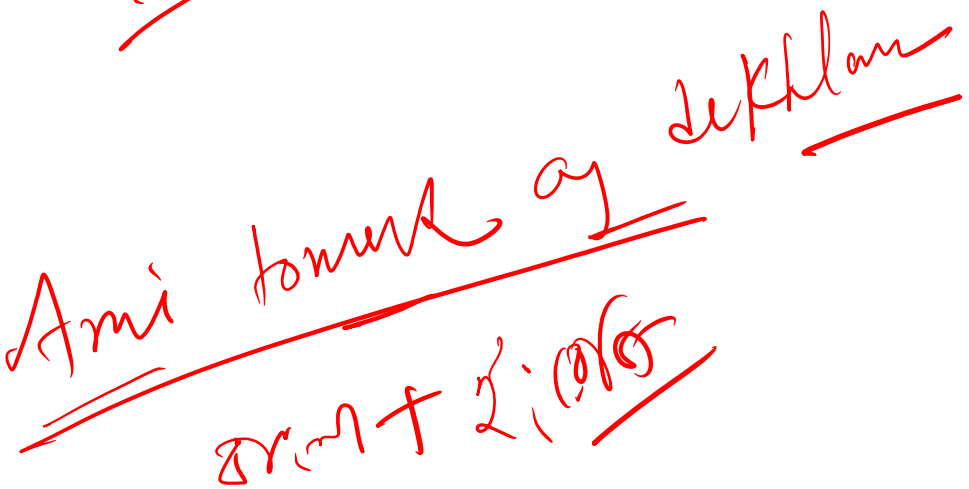

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

- 'ব্যাকরণ' শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ।
- ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যাকরণ (বি + আ+√কৃ+অন) হচ্ছে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
- ব্যাকরণের মূল ভিত্তিই হলো ভাষা।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

- পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ।
- কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, পাণিনি এই তিন জনকে একত্রে বলা হয় ত্রিমুনি ।
- পর্তুগিজ পাদ্রি মনোয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁউ তাঁর রচিত 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ (Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez)' রচনা করেন ১৭৩৪ সালে এবং এটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি মূলত অভিধান ছিল।
- প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন আরেকজন পর্তুগিজ পাদ্রি। তার নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। তিনি ১৭৭৮ সালে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ 'A Grammar of the Bengali Language' রচনা করেন।

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

- ১৮০১ – উইলিয়াম কেরি – A Grammar of the Bengali Language।
- ১৮২৬ – Bengali Grammar in English Language. এটি বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। রাজা রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে অনুবাদ করেন।
- বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ (১৮২১) নামে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা চালান রাধাকান্ত দেব।
- ব্যাকরণ কৌমুদী – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- বাঙ্গালা ব্যাকরণ – ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
- ব্যাকরণ মঞ্জুরী – ড. মুহম্মদ এনামুলহক
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ – মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

- The Origin and development of Bengali Language – ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ – ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ – বাংলা একাডেমি।
- অভিনব ব্যাকরণ – কাজী দীন মুহাম্মদ ও সুকুমার সেন।
- বাংলা ভাষার পরিচয় – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

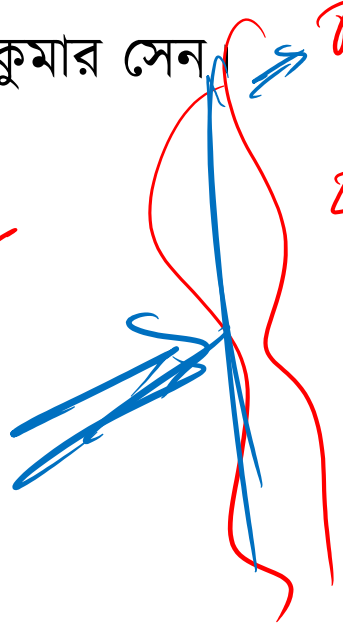

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাংলা অভিধান ও এর সম্পাদক

অভিধান	সম্পাদক
বঙ্গভাষা অভিধান [বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান]	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	আহমদ শরীফ
চলন্তিকা অভিধান	রাজশেখর বসু
সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান	আবু ইসহাক

বাংলা ব্যাকরণ

➢ উচ্চতর ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ছয়টি। যথা-

Note:

- ✓ ২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ে কারক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ✓ ২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ে বাগ্‌ধারা অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণ

অর্থতত্ত্ব বা বাগর্থ বিজ্ঞান

- ✓ শব্দের অর্থবিচার
- ✓ বাক্যের অর্থবিচার
- ✓ অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ ইত্যাদি।

ধ্বনিতত্ত্ব

- ✓ ধ্বনি
- ✓ ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ
- ✓ ধ্বনি উচ্চারণের স্থান
- ✓ ধ্বনি উচ্চারণের প্রণালী
- ✓ ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ
- ✓ ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস
- ✓ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান
- ✓ সন্ধি।

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব

- ✓ শব্দ
- ✓ শব্দরূপ
- ✓ দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত
- ✓ লিঙ্গ
- ✓ বচন
- ✓ পদাশ্রিত নির্দেশক
- ✓ সমাস
- ✓ উপসর্গ ও অনুসর্গ
- ✓ কারক
- ✓ ধাতু
- ✓ পদ প্রকরণ
- ✓ অনুজ্ঞা।

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম

- ✓ বাক্যের গঠন প্রণালী
- ✓ বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন-বিয়োজন
- ✓ বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান বা ক্রম
- ✓ বাক্যে পদ সংস্থাপনের ক্রম
- ✓ বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন
- ✓ বিরাম বা যতি চিহ্ন
- ✓ বাগধারা।

POLL QUESTION-03

➲ বাগ্‌ধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

(a) রূপতত্ত্বে

(b) ধ্বনিতত্ত্বে

(c) ভাষাতত্ত্বে

(d) বাক্যতত্ত্বে

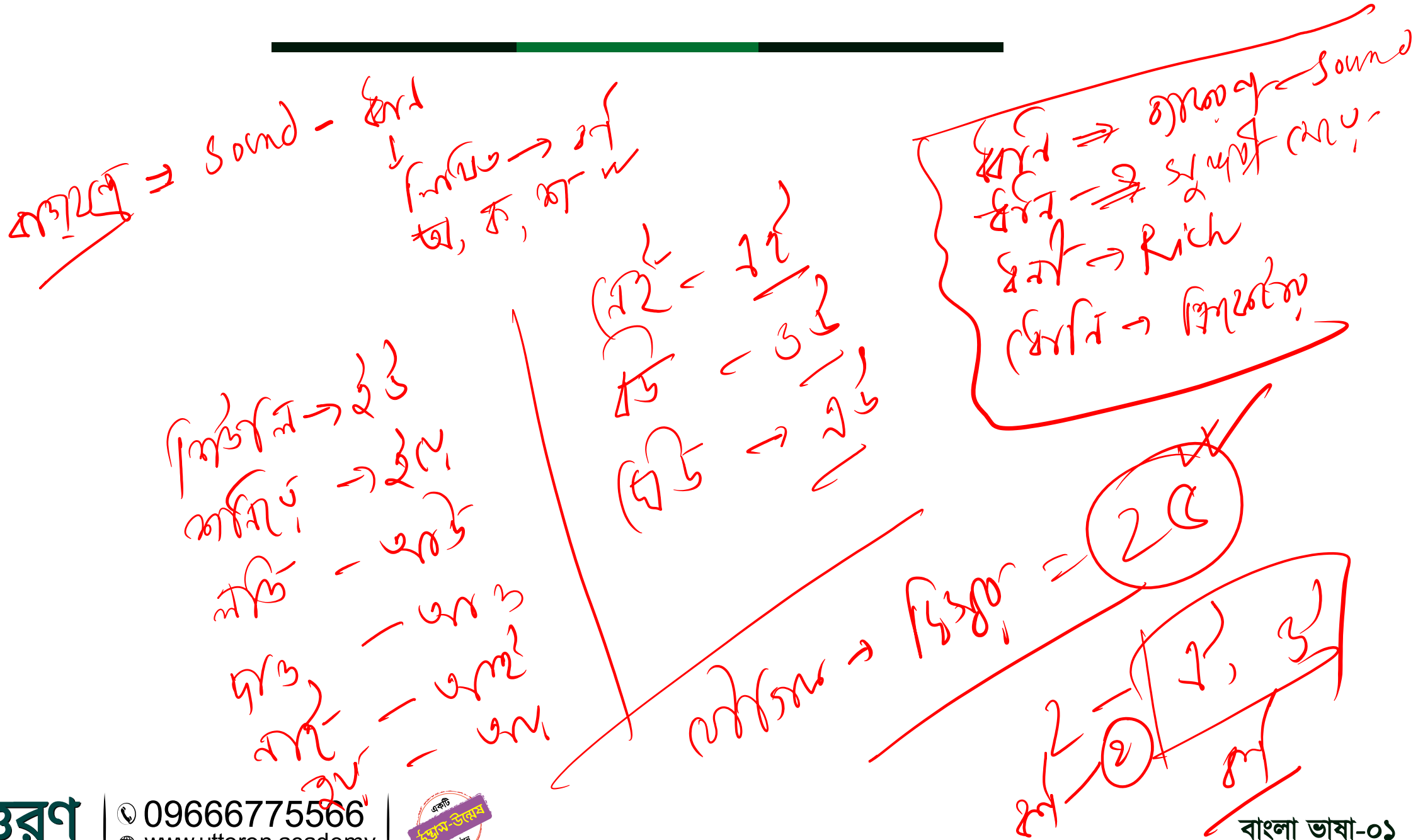

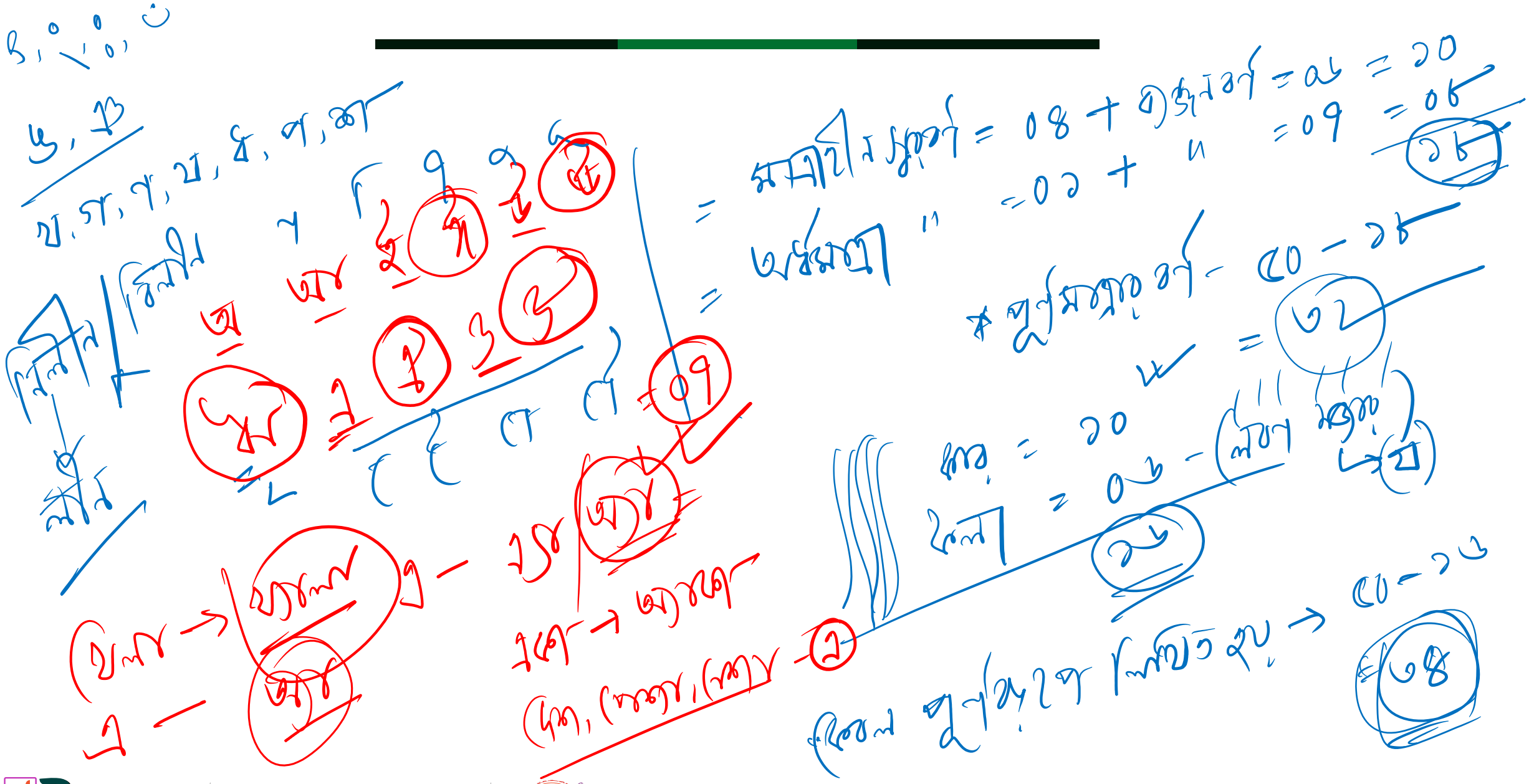

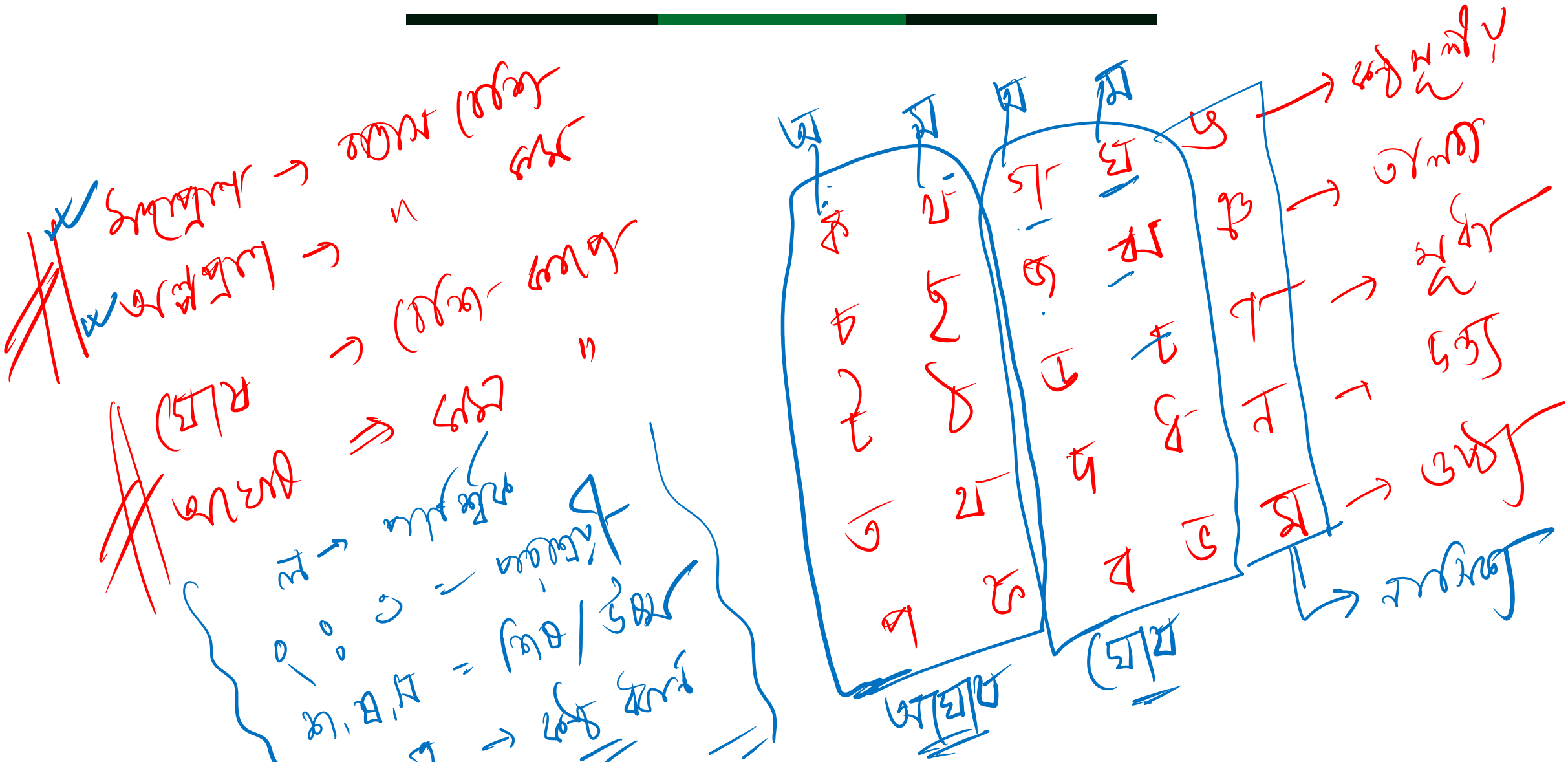

ধ্বনি ও বর্ণ

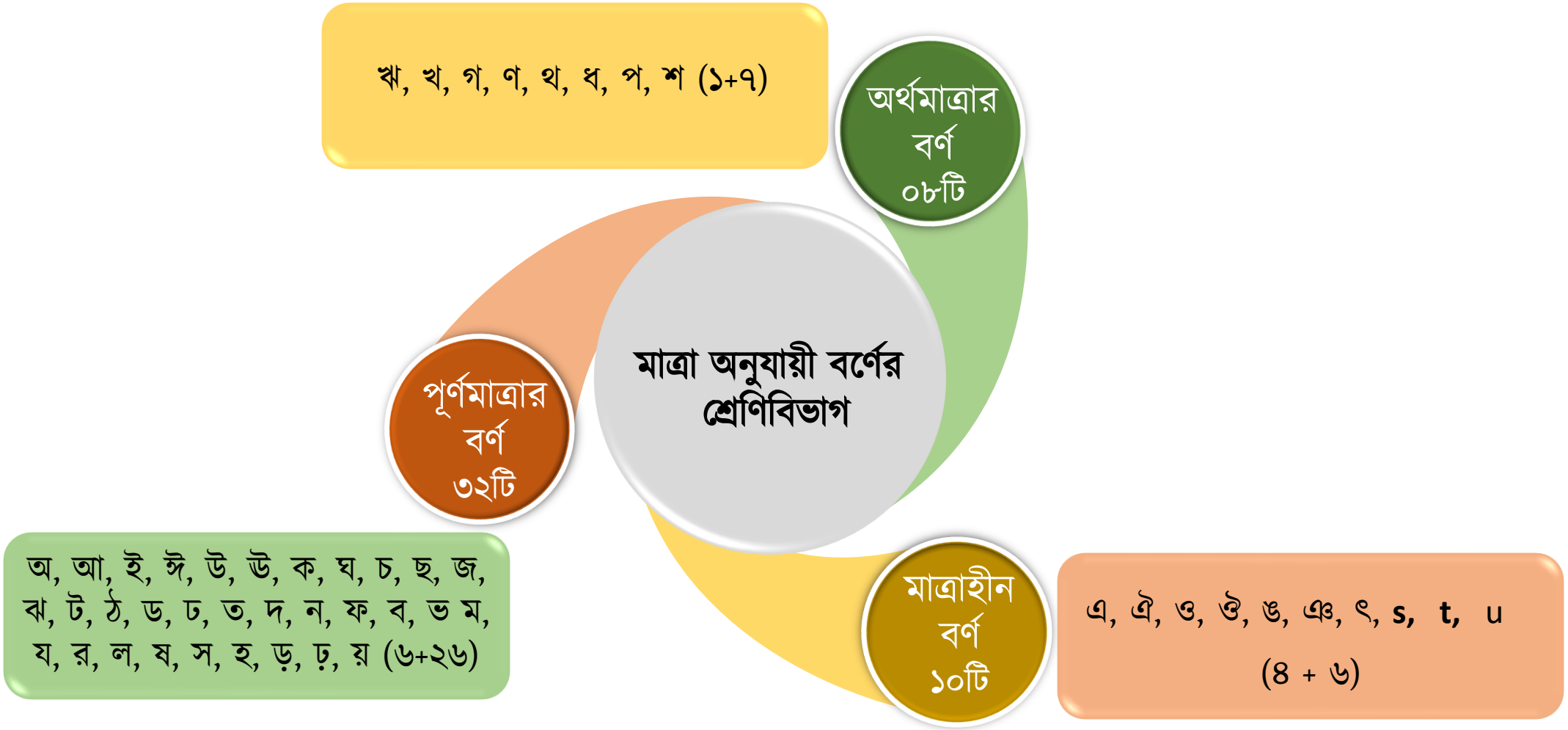
মাত্রা অনুযায়ী বর্ণের শ্রেণিবিভাগ
অর্থমাত্রার বর্ণ ০৮টি
ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ (১+৭)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য় (৬+২৬)
মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি
এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ৎ, s, t, u
(৪ + ৬)

ধ্বনি ও বর্ণ

- মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত আওয়াজ বা শব্দকে ধ্বনি বলে।
- ধ্বনির লিখিত রূপ/ ধ্বনির সংকেত/ ধ্বনির প্রতীক/ ধ্বনির রূপ বা চিহ্নকে বর্ণ বলে।
- বর্ণ শব্দের মূল একক।
- বর্ণকে ভাষার ইট বলা হয়।
- বাংলা ভাষায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা ও মোট বর্ণের সংখ্যা - ৫০টি।
- আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণরূপ ব্যবহার হয়।

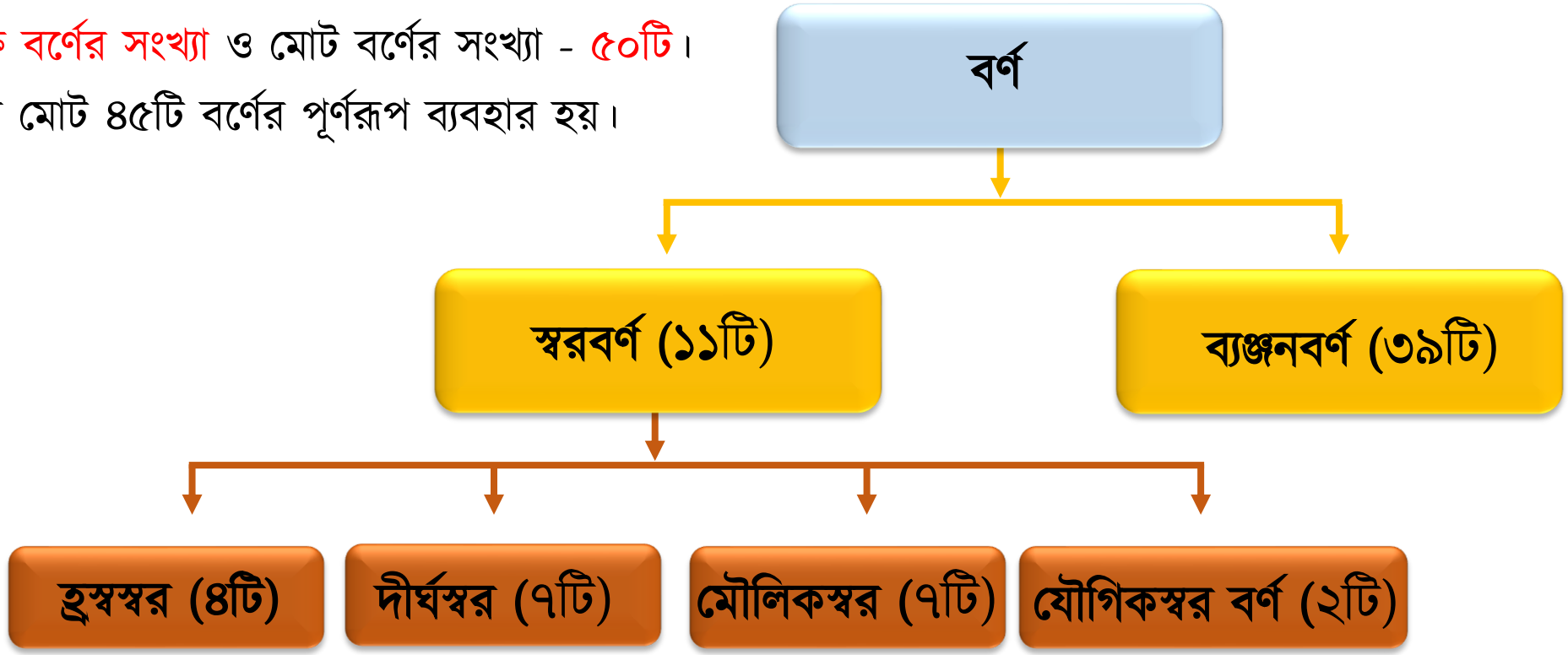

ধ্বনি ও বর্ণ

স্বরবর্ণ

- ৫০টি বর্ণকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

  (১) স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি দ্যোতক সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ **১১**টি । যথা- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

  (২) ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক সাংকেতিক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ ৫০টি।

- উচ্চারণের সময় অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলো প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

  (১) হ্রস্বস্বর- যে স্বর উচ্চারণে কম সময় প্রয়োজন হয় তাকে হ্রস্বস্বর বলে। হ্রস্বস্বর **৪টি। যথা- অ, ই, উ, ঋ।**

  (২) দীর্ঘস্বর- যে স্বর উচ্চারণে অধিক সময় প্রয়োজন হয় তাকে দীর্ঘস্বর বলে। **দীর্ঘস্বর ৭টি। যথা- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।**

ধ্বনি ও বর্ণ

- উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলো আবার ২ প্রকার। যেমন-

  (১) মৌলিকস্বর- যে স্বর ছাড়া কোনো শব্দই উচ্চারণ করা যায় না, তাই মৌলিক স্বর। মৌলিক স্বর ৭টি। যথা- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

  (২) যৌগিকস্বর/ দ্বিস্বর/ যুগ্মস্বর- দুটি মৌলিক স্বরের সমন্বয়ে যে স্বর উচ্চারিত হয় তাকে যৌগিকস্বর/ যুগ্মস্বর /দ্বিস্বর বলে। যৌগিক স্বরবর্ণ ২টি। যথা- ঐ (অ+ই/ও+ই = ঐ), ঔ (অ+উ/ও+উ = ঔ) কিন্তু, যৌগিকস্বর ধ্বনি ২৫টি। যেমন- আউ, এই, ইউ ইত্যাদি।
- 'ঋ' কে আসলে বাংলায় স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃত প্রয়োগ অনুযায়ী 'ঋ' বাংলায় স্বরধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'কার' বা সংক্ষিপ্ত স্বর।
- ১১টি স্বরবর্ণের কার আছে ১০টি। একটি স্বর (অ) এর কোনো কার নেই। কারণ 'অ' কে লীন ধ্বনি বলা হয়। প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'অ' লীন ধ্বনি হিসেবে মিশে থাকে।

ধ্বনি ও বর্ণ

অর্ধস্বরধ্বনি

বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি : [ই্], [উ্], [এ্], এবং [ও্]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না।

দ্বিস্বরধ্বনি

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন – 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ্] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ্] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ: [আই্]: তাই, নাই; [আও্]: যাও, দাও; [আএ্]: খায়, যায়, [উই্]: দুই, রুই; [অএ্]: নয়, হয়; [ওউ্]: মৌ, বউ;

ধ্বনি ও বর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনি

কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	ক, খ, গ, ঘ
তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ	চ, ছ, জ, ঝ
মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	ট, ঠ, ড, ঢ
দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ	ত, থ, দ, ধ
ওষ্ঠ্যবর্ণ	প, ফ, ব, ভ

উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

ধ্বনি ও বর্ণ

❖ **অল্পপ্রাণ ধ্বনি:** কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। **যেমন:** ক, গ ইত্যাদি।

❖ **মহাপ্রাণ ধ্বনি:** কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। **যেমন:** খ, ঘ ইত্যাদি।

❖ **অঘোষ ধ্বনি:** কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। **যেমন:** ক, খ ইত্যাদি।

❖ **ঘোষ ধ্বনি:** ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি হয়। **যেমন:** গ, ঘ ইত্যাদি।

❖ **নাসিক্য ধ্বনি:** যে বর্ণ উচ্চারণকালে নাক দিয়ে ফুসফুস তাড়িত বাতাস বের হয় এবং উচ্চারণের সময় নাসিকার আংশিক সাহায্য পায় তাকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। নাসিক্য ধ্বনি ৫টি। **যেমন:** ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

ধ্বনি ও বর্ণ

- **অন্ত:স্থ ধ্বনি:** স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে এগুলোকে অন্ত:স্থ ধ্বনি বলা হয়। **যেমন:** য, র, ল, ব।

- **উষ্ম ধ্বনি:** যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিহ্বরের কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশ ধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি উষ্ম বা শিশ ধ্বনি। **যেমন:** শ, ষ, স, হ – এ ৪টি উষ্মবর্ণ। শ, ষ, স-এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ। এবং 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

- **অযোগবাহ ধ্বনি:** অন্য বর্ণের সঙ্গে যোগ রেখে যে ধ্বনিগুলোর প্রয়োগ হয় তাদের অযোগবাহ ধ্বনি বলে। **যেমন:** (s) এবং (t) বিসর্গ এর উচ্চারণ হ এর মতো।

ধ্বনি ও বর্ণ

এক পলকে স্বরবর্ণ:

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	১১টি	(অ-ঔ)
পূর্ণমাত্রা	৬টি	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ
অর্ধমাত্রা	১টি	ঋ
মাত্রাহীন	৪টি	এ, ঐ, ও, ঔ
হ্রস্বস্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘস্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
সম্মুখ স্বরধ্বনি	৩টি	ই, এ, অ্যা
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	৩টি	অ, ও, উ
বিবৃত স্বরধ্বনি	১টি	আ
সংবৃত স্বরধ্বনি	২টি	ই, উ
কারহীন	১টি	অ
নিলীন বর্ণ	১টি	অ
মধ্যস্বরধ্বনি	১টি	আ
যৌগিক স্বরধ্বনি	২৫টি	

এক পলকে ব্যঞ্জনবর্ণ:

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	৩৯টি	(ক – u)
পূর্ণমাত্রা	২৬টি	ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়।
অর্ধমাত্রা	৭টি	খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
মাত্রাহীন	৬টি	ঙ, ঞ, ৎ, s, t, u
তাড়নজাত	২টি	ড়, ঢ়
কম্পনজাত	১টি	র
পার্শ্বিক	১টি	ল
উষ্ম/শিস	৪টি	শ, ষ, স, হ
অন্ত্যঃস্থ ধ্বনি	৪টি	য, র, ল, ব
আনুনাসিক	১টি	u
বর্গ আছে	৫টি	ক, চ, ট, ত, প (বর্গ)
অঘোষ বর্ণ		বর্গের ১ম, ২য় বর্ণ
ঘোষ বর্ণ		বর্গের ৩য়, ৪র্থ নাসিক্য বর্ণ
অল্পপ্রাণ		বর্গের ১ম, ৩য় বর্ণ
মহাপ্রাণ		বর্গের ২য়, ৪র্থ বর্ণ

POLL QUESTION-04

➲ কোনটি সংবৃত স্বর ধ্বনি?

(a) অ

(b) আ

(c) উ

(d) এ

কার ও ফলা

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ:

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ	গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
ক্ + ব = ক্ব	পক্ব, নিক্বণ	ব্ + ধ = ব্ধ	উপলব্ধি, ক্ষুব্ধ
ক্ + ষ = ক্ষ	ক্ষেত্র, রক্ষা, ভিক্ষুক	হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ
হ্ + ম = হ্ম	ব্রাহ্মণ	হ্ + ন = হ্ন	আহ্নিক, মধ্যাহ্ন
জ্ + ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান	হ + ঋ = হৃ	অপহৃত, হৃদয়
ঞ + জ = ঞ্জ	অঞ্জন, গঞ্জনা	হ + য-ফলা= হ্য	বাহ্যজ্ঞান, সহ্যশক্তি, ঐতিহ্য
ঞ + চ = ঞ্চ	অঞ্চল, পঞ্চম	গ্ + ন = গ্ন	অগ্নি, মগ্ন
ঞ + ছ = ঞ্ছ	বাঞ্ছা, লাঞ্ছনা	ণ + ড = ণ্ড	কাণ্ড, দণ্ড
ঞ + ঝ = ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট	ন্ + থ = ন্থ	পন্থা, মন্থর
ষ্ + ণ = ষ্ণ	উষ্ণ, কৃষ্ণ	স্ + থ = স্থ	অস্থির, দুস্থ
ত্ + ত = ত্ত	উত্তাল, মত্ত	ন্ + ত্ + উ =ন্তু	কিন্তু, জন্তু

কার ও ফলা

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ:

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ	গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
ক্ + ত = ক্ত	ভক্তি, শক্ত	স্ + ত্ + উ = স্তু	বস্তু, প্রস্তুত
ত্ + ন = ত্ন	যত্ন, রত্ন	ণ্ + ন = ণ্ন	অক্ষুণ্ন, বিষণ্ন
ত্ + ম = ত্ম	আত্মা, আত্মীয়	ন্ + ন = ন্ন	অন্ন, ভিন্ন
ক্ + র = ক্র	ক্রয়, ক্রন্দন, বিক্রয়	ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ, উন্মথিত
ত্ + থ = ত্থ	অশ্বত্থ, উত্থান	দ্ + ব ফলা = দ্ব	উদ্বেল, সদ্ব্যবহার, দ্বিধা
দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ, উদ্ধার	গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ, মুগ্ধ

অক্ষর (SYLLABLE)

❖ ইংরেজি Syllable এর বাংলা পরিভাষা হল অক্ষর। কোন একটি শব্দের যতটুকু এক প্রয়াসে (কোন গ্যাপ ছাড়া) উচ্চারণ করা যায় এতটুকুকে একটি অক্ষর বলে। নিচের উদাহরণ গুলো লক্ষ্য করুন-

শব্দ	অক্ষর সংখ্যা
মন	০১
ধন	০১
ধান	০১
বাঁশ	০১
গোলাপ	০২
বন্ধন	০২
বিশ্ববিদ্যালয়	০৫

✪ মনে রাখুন, বাংলায় একাক্ষর শব্দের আ এবং ও কিছুটা দীর্ঘ হয়।

অক্ষর (SYLLABLE)

❖ **অক্ষরের প্রকারভেদ:** বাংলায় অক্ষর প্রধানত ২ প্রকার-

(১) **মুক্তাক্ষর:** যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা যায় তবে সেটি মুক্তাক্ষর।

যেমন: পানি, বাবা, মা, আলোকিত, বিদেশি ইত্যাদি।

(২) **বদ্ধাক্ষর:** যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা না যায় তবে সেটি বদ্ধাক্ষর।

যেমন: মন, ধন, রাত, কলম ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

❖ **স্বরাগমঃ** স্বরধ্বনির আগমন।

স্বরাগম ৩ প্রকার

আদি:
স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন> ইস্টিশন

মধ্য:
প্রীতি>পিরীতি, ফিল্ম> ফিলিম

অন্ত্য:
দিশ> দিশা, বেঞ্চ > বেঞ্চি

Note: মনে রাখবে স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া হল স্বরলোপ

ধ্বনির পরিবর্তন

- **অপিনিহিতি:** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।
  আজি > আইজ, চারি > চাইর, মারি > মাইর।

- **স্বরসঙ্গতি:** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপরস্বরের পরিবর্তন। এটি ৩ প্রকার-

স্বরসঙ্গতি

- প্রগত = আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর যেমন: মুলা > মুলো, তুলা > তুলো
- পরাগত = অন্ত্যস্বর অনুযায়ী আদিস্বর যেমন: দেশি > দিশি
- মধ্যগত = আদি ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর যেমন: বিলাতি > বিলিতি
- অন্যান্য = আদি ও অন্ত্য ২ টিই পরিবর্তিত হয়। যেমন: মোজা> মুজো

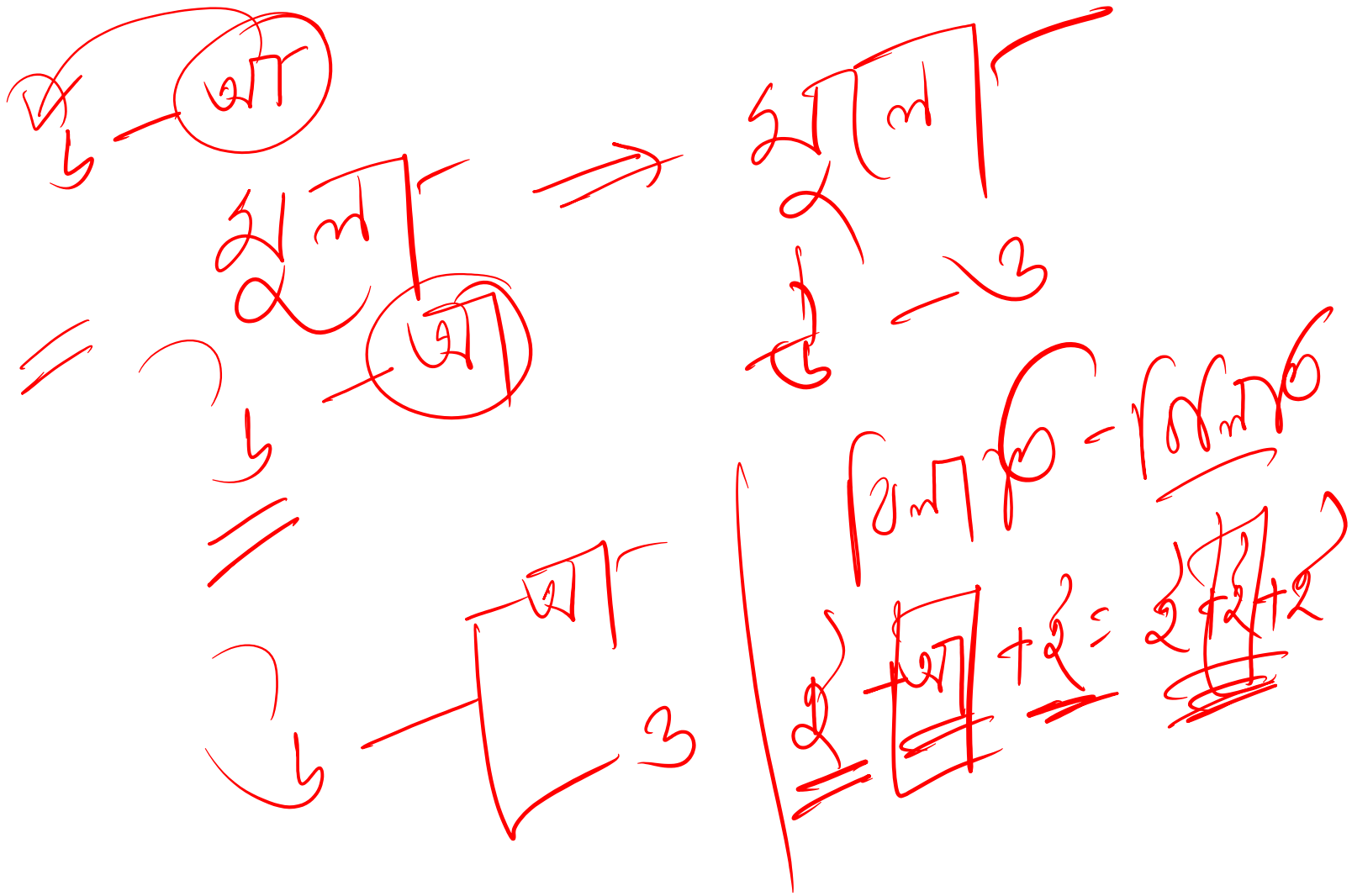

ধ্বনির পরিবর্তন

ধ্বনি বিপর্যয়	বিষমীভবন	ব্যঞ্জনবিকৃতি
লাফ > ফাল রিকসা > রিস্কা পিশাচ > পিচাশ (পরস্পর স্থান বিনিময়)	শরীর > শরীল লাল > নাল (দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন)	কবাট > কপাট ধোবা > ধোপা ধাইমা > দাইমা (একটা ব্যঞ্জনের জায়গায় নতুন আরেকটি ব্যঞ্জন)

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন	ব্যঞ্জনচ্যুতি	অন্তর্হতি
পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল	বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা	ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার

POLL QUESTION-05

➲ ধোবা > ধোপা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন?

(a) স্বরলোপ

(b) বিষমীভবন

(c) অভিশ্রুতি

(d) ব্যঞ্জনবিকৃতি

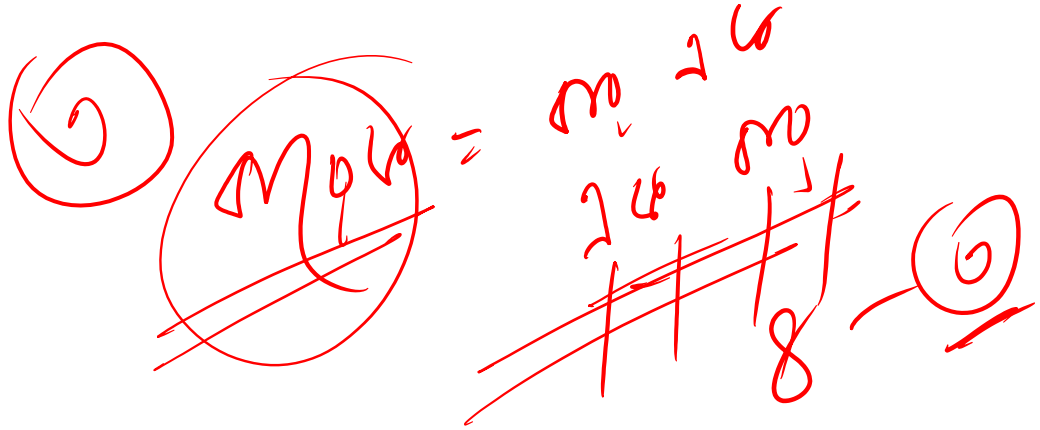

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ ‘ধ্বনি’ সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ধ্বনি দৃশ্যমান
(খ) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
(গ) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়
(ঘ) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি

➲ স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) একাক্ষর (খ) মুক্তাক্ষর (গ) বদ্ধাক্ষর (ঘ) যুক্তাক্ষর

➲ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও
(খ) রাজা রামমোহন রায়
(গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
(ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

➲ উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) অ (খ) আ (গ) ও (ঘ) এ

➲ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) রতন (খ) কবাট (গ) পিচাশ (ঘ) মুলুক

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) পছন্দ (খ) হিসাব (গ) ধূলি (ঘ) শৌখিন

➲ বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) বিষমীভবন (খ) সমীভবন (গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি

➲ নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) আ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা

➲ কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) হিত্তিক ও তুখারিক (খ) তামিল ও দ্রাবিড়

(গ) আর্য ও অনার্য (ঘ) মাগধী ও গৌড়ী

➲ বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) উপরের সবকটি

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে? [৪২তম বিসিএস]

(ক) বাক প্রত্যঙ্গ (খ) অঙ্গধ্বনি (গ) স্বরতন্ত্রী (ঘ) নাসিকাতন্ত্র

➲ বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস]

(ক) বাংলা (খ) সংস্কৃত (গ) হিন্দি (ঘ) অস্ট্রিক

➲ অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]

(ক) জন্ম-জম্ম (খ) আজি > আইজ (গ) ডেস্ক > ডেসক (ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ

➲ ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই- [৪১তম বিসিএস]

(ক) রসতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ক্রিয়ার কাল

➲ ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে- [৪১তম বিসিএস]

(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা

➲ নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]

(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া (খ) বিশেষণ ও ক্রিয়া (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে (ঘ) ক্রিয়া ও সর্বনাম

➲ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ৭ টি (খ) ৮ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ১১ টি

➲ 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + ষ (গ) ষ্ + ম (ঘ) ম্ + হ

➲ বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) তৃতীয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

➲ মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান

(গ) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মুক্তক (ঘ) স্বরবৃত্ত

➲ মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান

(গ) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

➲ নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) প্রাতিপদিক (খ) অভিশ্রুতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy